আদেশ ও উপদেশ

কিসে অভাব অনটন দূর হয়

শান্তি ও মুক্তি পাওয়া যায়।

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

মাওলানা আকবর আলী রেজভী

সুন্নী-আল-কাদেরী

রেজভীয়া দরবার শরীফ

গ্রাম – সতরশ্রী ডাকঘর – রেজভীয়া এতিমখানা,

জেলা – নেত্রকোণা।

হাদিয়া – ৮'০০ (আট) টাকা।

প্রকাশকাল :—
১২ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং
২৮শে অগ্রহায়ন ১৪০২ বাং

প্রকাশক :—
মোঃ আবদুল বাসেত রেজভী ছুন্নী-আল-কাদেরী
(প্রধান শিক্ষক)
গ্রাম+পোঃ—নোয়াগাও, থানা—সরাইল,
জিলা—বি, বাড়ীয়া।

সর্বস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রাপ্তিস্থান :—
আল-ঈমান প্রিন্টিং প্রেস, মোক্তারপাড়া ব্রীজ সংলগ্ন নেত্রাকোণা।
আলা উদ্দিন লাইব্রেরী, ছোটবাজার, নেত্রাকোণা।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন।

ফাতেহা শরীফ রহমত ও বরকতের জন্য—

১। যখন কোন খাদ্য সামনে আসে প্রথম ১ বার দরুদ শরীফ ১ বার আলহামদু শরীফ ৩ বার কুলহুওয়াল্লহু শরীফ ১ বার দরুদ শরীফ পড়িয়া হাত উঠাইয়া মোনাজাত করিবেন যে, হে আল্লাহ এই ফাতেহার ছোয়াব নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র রুহে দান করিলাম এবং আউলিয়াগণের পবিত্র আরওয়াহে দান করিলাম এবং সমস্ত মুসলমানের আরওয়াহে দান করিলাম। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন— তারপর পড়িবেন—

اللهم بارك لنا فى ما رزقتنا و قنا عذا بنار

আল্লাহুম্মা বারিকলানাফি মারাজ্জাকতানা ওয়াকেনা আজাবান্নার

بسم الله الرحمن لرحيم

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়িয়া খাওয়া আরম্ভ করিবেন— ইহাতে রহমত, বরকত রুজি রোজগার বৃদ্ধি হইবে অভাব অনটনে দেখাও দিবে না। নিজেও পড়িবেন অন্যকেও পড়িতে আদেশ করিবেন। ছেলেমেয়ে ভাই-ভগ্নি সকলকে শিক্ষা দিবেন। বখিলী করিবেন না। ইহাতেও যথেষ্ট ছোওয়াব পাইবেন।

২। ব্যবসা বাণিজ্য যে কোন আদান প্রদান করিবার সময় কাহারও নিকট হইতে টাকা পয়সা গ্রহন করিবার সময়

بسم الله الرحمن لرحيم

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম মনে মনে পড়িবেন এবং যখন টাকা পয়সা কাহাকেও দিবেন তখন ان لله وان اليه راجعون

ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন পড়িয়া দিবেন। এইরূপ করিতে থাকিলে রহমত, বরকত আদায় আমদানী বেশী বেশী হইবে রহমত বর্ষণ হইতে থাকিবে।

৩। যে ঘরে মুসলমান থাকে কিন্তু কেহই নামাজি নয় ঐ ঘরকে হাদিছ শরীফে কবর স্থানের মত বলা হইয়াছে এবং ঘরে প্রবেশ করিবার সময় ও বাহির হইবার সময় বিছমিল্লাহ শরীফ না পড়িবে এবং যে ঘরে আমানত খিয়ানাতকারী ও মিথ্যাবাদী, জিনাকারী চোর ডাকাত থাকে এবং যে ঘরে স্ত্রী পুরুষ যাহাদের উপর গোসল ওয়াজিব হইয়াছে এবং এক ওয়াক্ত নামাজ হইতে দ্বিতীয় নামাজ আসা পর্যন্ত গোসল না করে এবং সূর্য উদয়ের পর পর্যন্ত শুইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি মুসলমানের সহিত বিনা কারণে হিংসা করে এবং যে ব্যক্তি অজু ব্যতিত কোরআন শরীফ পড়ে, অজু ব্যতিত কোরআন শরীফ স্পর্শ করা নিষেধ এবং যে ব্যক্তি মা বাপের মনে কষ্ট দেয় ও বেয়াদবী করে এবং স্বামী স্ত্রীকে এবং ছেলে মেয়ের ভরণ পোষণে ত্রুটি করে এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে এবং সর্বদায় ঝগড়া ফাসাদ ও গালি-গালাজ করে এবং দাঁড়াইয়া মাথায় চিরুনী করে এবং দাঁতে নোখ কাটে অথবা নোখ লম্বা রাখে এই সমস্ত কারণে মুসলমান অর্থহীন গরীব হয়। এবং অভাব অনটন ভোগ করিতে হয়।

৪। ছেলে মেয়েদের উত্তম ও বরকতময় নাম রাখিতে হয়। হাদিছ শরীফে আসিয়াছে যে মুহাম্মদ নাম রাখা অতি ফজিলত। পুণ নাম নিয়া ডাকিতে হইবে। মুসলমানের জন্য সেন্টু, মেন্টু, এন্টু, নাম রাখা হারাম। ফজরের নামাজের পূর্বে নিদ্রা হইতে উঠিতে হইবে। হাদিছ শরীফে এই বিষয়ে বহু তানবীহ করা হইয়াছে। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন যে,

সকালে বিছানায় শুইয়া থাকিলে রুজি-রোজগার হইতে বঞ্চিত হইতে হয় ও দরিদ্রতা আনে।

একদিন হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ফজরের নামাজ পড়িয়া শুইয়াছিলেন, তখন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম দেখিতে পাইলেন, এবং পা মুবারকের দ্বারা জাগাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে হে ফাতেমা উট, দাড়াও এবং আল্লাহ পাকের নিকট রিজিক চাও। অলসকারীদের ন্যায় হইও না। আল্লাহ পাক ছোবহে ছাদেক এবং সূর্য উদয়ের মধ্যে মানুষের জন্য রিজিক বন্টন করেন।

ভোরে নামাজের পূর্বে নিদ্রা হইতে উঠা এবং অজু করিয়া সুন্নত ঘরে পড়িয়া মসজিদে যাওয়া ও কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করা যদিও এক আয়াত হয়। বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবার রাত্রে দরূদ শরীফ পড়া যদিও একবার হয়।

শুক্রবারে মাথা-মুণ্ডন ও নখ কাঁটা এবং গোসল করা, মসজিদে ঝাড়ু দে'য়া এবং ঈমানদার মুসলমানকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সালাম দেওয়া এবং মুসলমানদের সালামের উত্তর দেওয়া এবং নিজের বাড়ীতে অথবা কাহারো বাড়ীতে প্রবেশ করলে অথবা বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় অথবা কোন কাজ-কর্ম করিবার সময় বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া সুন্নত। ইহাতে রুজী বৃদ্ধিও প্রশস্ত হয় এবং রহমত-বরকত নাজিল হয়। ইহা মুসলমানের অমূল্য রত্ন। যাহা মুসলমান ভিন্ন অন্য কাহারো নছীবে নাই।

৫। গোসল, অজু এবং তায়াম্মুম করিবার সময় দোয়া—

اللّٰهم اغفر لى ذنبى ووالسع لى فى دارى وبارك لى فى رزقى

আল্লাহুমা মাগফিরলী যাম্বী ওয়া ওয়াচ্ছলী ফিদারী ওয়া বারিকলী রিজকি—প্রথম অজু করাইতে—

রহমত-বরকতের কারণ। কিন্তু কোরাণ রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার উপর, যে তিনি এমন দোয়াও আমাদিগকে শিখাইয়াছেন—যাহা সেনায় সোহাগা :

৬। মসজিদে প্রবেশ হওয়ার দোওয়া :—

بسم الله الصلوة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لى ذنوبى
وافتح لى ابواب رحمتك

বিছমিল্লাহে ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাসুলিল্লাহ আল্লা-হুম্মাগফিরলী যুনুবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহমাতিকা।

২য় দোয়া— اللهم افتح لى ابواب رحمتك

"আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহমাতিকা"

৭। মসজিদ হইতে বাহির হইবার দোয়া—

بسم الله الصلوة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لى ذنوبى
وافتح لى ابواب فضلك

বিছমিল্লাহি আচ্ছালাতু ওয়চ্ছালামু আলা রাসুলিল্লাহে আল্লাহুম্মাগফিরলী জুনুবি ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা ফাদলিকা।

২য় দোয়া— اللهم انى اسئلك من فضلك

আল্লাহুম্মা ইন্নি আছ্‌আলুকা মিন ফাদ্‌লিকা

৮। বাড়ী হইতে রুজী-রোজগারের উদ্দেশ্য যখন বাহির হইবে তখন পড়িবেন—

بسم الله على نفسى ومالى ودينى اللهم ارضنى بقضائك
وبارك لى فيه قدر لى حتا لااحب تعجيل ما اخرت ولاتاخير
ما عجلت -

বিছমিল্লাহি আলা নাফ্‌ছি ওয়া মালী ওয়াদিনী আল্লহুম্মা আরদিনী বিকাদাইকা ওয়া বারিকলী

ফিমা কুদ্দেরালী হাত্তা লা উহিব্বা তাজিলা মা আখ্‌খারতা ওয়ালা তাখিরা মা আজ্জালতা।

৯। যখন কোন মুসলমানকে খানা খাইতে দেখ তখন বলিও بارك الله

বারাকাল্লাহু—অর্থ আল্লাহ্ পাক তোমার খাদ্যে বরকত দান করুক।

১০। যে কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দোয়া করিবে আল্লাহ্ পাক খুশী হইয়া দোয়াকারীকে চাওয়া ব্যতিতই রহমত করেন।

১১। যখন তোমাদের সম্মুখে খানা আসে তখন পড়িবে—
اللهم بارك لنا فى ما رزقتنا وقنا عذاب النار - بسم الله الرحمن الرحيم

১২। ঈমানাদার সুন্নী মুসলমান বিশেষ করে আমার মুরিদানের প্রতি আমার কঠোর আদেশ, ৫ ওয়াক্ত নামাজের পরপর দরুদ শরীফ পড়িবেন যত বারই মনের শান্তি ও রুছী অনুযায়ী হয়।

১৩। দৈনিক এক হাজার বার ইয়া আল্লাহু অথবা ইয়াহু পড়িতে হইবে। ইহাতে মুসতাজাবুত দাওয়াত অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক দোয়া কবুল করিবেন এবং দোজখের অগ্নি হারাম হইবে।

১৪। ঘরে ফটো রাখা নিষেধ। যে কোন জীবের ফটোরাখা বহু বহু হাদিছে নিষেধ রহিয়াছে। ফটোওয়ালা ঘরে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম প্রবেশ করিতেন না। রহমতের ফেরেশতাও প্রবেশ হয় না। প্রয়োজনে পালা কুকুর জায়েজ, কিন্তু ঘরের ভিতরে জায়গা দেওয়া নিষেধ।

১৫। ছুব্‌হে ছাদিকে অর্থাৎ ফজরের নামাজের পূর্বে নিদ্রা হইতে উঠিবে। সকালে শুইয়া থাকা উভয় কালের জন্য ভয়ংকর ক্ষতিকর।

১৬। খানা খাইবার পর الحمد لله আল-হামদুলিল্লাহ পড়া সুন্নত আমল করিবে।

১৭। রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে যে ব্যক্তি আমাদের মত মানুষ বলিয়াছে, তাহাকে কাতল করা ওয়াজিব, তওবায় মাফ হইবে না। প্রমাণের জন্য আমি রেজভী তৈরী আছি। না পারিলে আইতঃ অপরাধী হইব।

১৮। নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে হাজির নাজির বলিয়া আকিদাহ্‌ অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

১৯। নবী ছাল্লাল্লাহু ওয়া ছাল্লাম গায়েব জানেন বলিয়া আকিদা বা দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

২০। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে হায়াতুন্নবী অর্থাৎ স্বশরীরে জিন্দা বলিয়া আকিদা রাখিতে হইবে।

২১। একামত ব্যতীত মসজিদের ভিতরে আজান দেওয়া

০ কবিরা গুনা, ওয়াক্তিয়া আজান মসজিদের বাহিরে অথবা মিনারায়।

২য়—জুম্মার নামাজের ২য় আজান মসজিদের বাহিরে দরজায় বড় আওয়াজে দিতে হইবে।

নজদী, ওয়াহাবী ও এজিদপন্থীরা ইহা পরিবর্তন করিয়াছে। আল্লাহ ও রাসুলের সীমা লংগন করা কুফুরী, এদের পিছনে নামাজ হইবে না।

২২। আজান ও একামতের পূর্বে সালাতু সালাম পাঠ করা সুন্নত। আমল করিবেন।

২৩। মানুষ ও পশুকে খাসী (خصى) করিও না। খাসী করা নিষেধ। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিষেধ

করিয়াছেন। দামরা ও খাসী কোরবাণী করা দুরস্ত নহে।

২৪। শিশুদের মুখে যখন কথা আসে لا إله إلا الله লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শিখাইও।

২৫। আল্লাহু পাক নিজ নামের পূর্বে তাঁর মাহবুব মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নাম রাখিয়াছেন। এই স্থানে জ্ঞান, ধ্যান, ধারণা করিলেইহাকিকত প্রকাশ হইবে, এবং ঈমান মজবুত হইবে।

২৬। নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নাম মোবারক লিখিতে ও পড়িতে পুর্ণ দরূদ শরীফ পড়িতে হইবে। লিখিবার সময় ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম লিখিতে হইবে। এক ফুটা কালী এক ইঞ্চি কাগজ এক মিনিট সময় খরচ করিতে বখিলী করিও না। বখিলী করা হারাম ও কুফুরী ইহাতে কাফের হইবে।

২৭। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এখনও প্রকাশ হন নাই। তখন আল্লাহ পাক তাহার প্রশংসা করিয়াছেন তিনির নবুওয়ত ও শান মান প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য "আহমাদ" নাম আগে রাখিয়াছেন এবং মুহাম্মদ নাম পরে। তাই ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর উম্মতকে এই নাম শিক্ষা দিয়াছেন اسمه أحمد (ইছমুহু আহমাদু) তিনির নাম আহমাদ।

২৮। কোরআন শরীফের ১৮ পারা ৪ রুকু ২৭-২৮-২৯ ও ৩০ আয়াতের অর্থ আল্লাহ পাক বলেন হে আমার বান্দা তোমরা যারা ঈমান আনিয়াছ শুন নিজেদের বাড়ী ব্যতীত আর কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বাড়ীতে যারা বাস করে তাহাদের কাছে অনুমতি না নিয়ে, এবং তাহাদেরকে ছালাম না দিয়ে এতেই তোমাদের জন্য মঙ্গল রহিয়াছে। যেন তোমরা স্মরণ রাখিতে পার

২৮ আয়াত। তবে সেখানে যদি কাহাকেও না পাও তাহলে তোমরা মোটেই ঢুকবে না, যতক্ষণ না তোমাদের জন্য অনুমতি দেওয়া না হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে ফিরে যাও তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই ফিরে যাইবে এতেই যে তোমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্ম বেশ জানেন — ২৯ আয়াত। তবে যে সব বাড়ীতে কেহ থাকে না আর সেখানে তোমাদের কোন জিনিষ রহিয়াছে সেখানে প্রবেশ করিলে তোমাদের গুনাহ হইবে না। আল্লাহ বেশ জানেন তোমরা যাহা প্রকাশ বা গোপন করে রাখ। হে মুসলমান আল্লাহর আদেশ মানেন কাহারও বাড়ী ঘরে যাইবেন না বিনা অনুমতিতে। দেশের প্রথা বাদ দেন কোরআন মানেন। শয়তান আল্লাহর একটি আদেশ লঙ্ঘন করিয়া মালাউন মরদুদ হইয়াছে চিরদিনের জন্য দোযখী কখনও তার মুক্তি হইবে না।

২৯। ইসলামে নারীর মর্যাদা ঃ—নারী জাতি আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। নারীগণ বেহেশতের উত্তম নেয়ামতের মধ্যে পরিগণিত এবং এই পৃথিবী নারী-গণের দ্বারাই কায়েম হইয়াছে। যদি নারীগণ না হইতেন তবে নবীগণ (আলাইহিমুচ্ছালাম) তথা আওলিয়ায়ে কেরাম গাউছ-কুতুব, আওতাদ-আবদাল, সত্তীব-নকীব এমন কি মৌলভী-মাওলানা, মোহাদ্দেস, মোফাচ্ছের, হাফেজ, ক্বারী মুন্সী, মোল্লা প্রভৃতি কেহই হইতেন না। অন্য কথায়, বর্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রিয় পর্য্যায়ে যাহারা প্রথম সারিতে অবস্থান করিতেছেন। বিশেষতঃ ডি, সি, এস, পি, জজ, ব্যারিষ্টার গভর্ণর, মিনিষ্টার এবং রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী সকলেই নারী জাতির কল্যাণেই নিজ নিজ মর্য্যাদার

অধিকারী। অর্থাৎ যার কারণে আশরাফুল মখলুকাত মানব জাতির সৃষ্টি সেই নারী জাতির সৃষ্টিতেই আল্লাহ পাক অগণিত নিয়ামত দান করতঃ মর্যাদাবান করিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন. তোমাদের জন্য তোমাদের জাত হইতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি অর্থাৎ নারীগণকে সৃষ্টি করিয়াছি। হজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমরা দুনিয়া এবং নারী জাতিকে ভয় কর। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, গোনাহের কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাক, বরং ইহার উদ্দেশ্য এই নয় যে, নারীগণকে ত্যাগ কর। অর্থাৎ এমন সম্পর্ক বা ভালবাসা রাখিও না যে, তোমাকে আল্লাহর ভালবাসা হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তদীয় বিবিগণকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। উম্মতের জন্য ইহাও এত্তেবায়ী সুন্নত যাহার বদৌলতে আল্লাহর হাবীবের সন্তুষ্টি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হইবে এবং জিন্দেগীর গোনাহ্-খাতা মাফ হইবে।

৩০। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু মেয়েকে খুবই ভালবাসিতেন। তিনি হজরত ফাতেমা (রাঃ)-এর সম্পর্কে বলেন, ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা উম্মতগণ নিজ নিজ মেয়েদেরকে ভালবাসিবেন ইহা নবীজির সুন্নতে এত্তেবায়ী যাহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। অনেকে মেয়ে সন্তান জন্ম হইলে অসন্তুষ্ট হইয়া যায়। মেয়ে পুরুষ জন্ম দিবার মালিক আল্লাহ। আল্লাহ পাক যাহা ভাল তাহাই করেন। আল্লাহ্‌র মর্জির উপর সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, নচেৎ আল্লাহ নারাজ হইবে। উভয় কালে অশান্তির সীমা থাকিবে না।

৩১। অনেকে কাল রং-এর মেয়েকে পছন্দ করেন না, ঘৃণা করিয়া থাকেন। আল্লাহ পাক বলেন, আমি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃ গর্ভে সৃষ্টি করিয়াছি আমার মর্জি অনুযায়ী আমার পছন্দ অনুযায়ী। সুতরাং আল্লাহর পছন্দকে অপছন্দ করিলে ঈমান বরবাদ হইয়া যাইবে। পরিণামে, ইহকালে অশান্তি এবং পরকালে দোজখে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৩২। জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ— যৌতুক হারাম—ইসলামে যৌতুক নাই। যৌতুকের মাধ্যমে বিরাট দুর্নীতি আমদানী হইয়াছে। যৌতুকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন অবস্থাতেই বা কোন কৌশলেই হালাল নহে, হালাল জানিলে কাফের হইবে। প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃগণ! যৌতুকের অভিশাপ হইতে নিজেও বাঁচুন এবং অপরকেও বাঁচিবার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালনে তৎপর হউন। যে সমস্ত মেয়ের বিবাহ যৌতুকের কারণে হয় না বা ভাঙ্গিয়া যায় তাহাদের প্রতি নসিহত এই যে, আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর। আল্লাহ পাক অবশ্যই জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ছুরায়ে এয়াছিন দৈনিক পাঠ করিলে অনতিবিলম্বে সৎ লোকের সহিত বিবাহ হইবে—ইন্‌শা আল্লাহ। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত কম খাইবে এবং রোজা রাখিবে। আল্লাহ পাক সদয় হইবেন।

৩৩। বিবাহের দেন-মোহর কম করিবেন যেন আদায় করা যায়। যাহারা দেন-মোহর আদায় না করিয়া মৃত্যু বরণ করিবে হাশরের দিন জিনাকারীদের সংগে তাহার হাশর হইবে। সাবধান! বিবিগণের দেন-মোহর আদায় করুন।

৩৪। বিবিগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন। কোরআন—আল্লাহ পাক বলিয়াছেন—তোমরা নিজ নিজ বিবিগণের সংগে সদ্ব্যবহার করিও। কোন কথায় ও কর্মে রাগান্বিত হইয়া মার-পিট করিও না।

৩৫। বিশেষ প্রয়োজনে তালাক দিতে হইলে তিন মাসে তালাক দিবে। এক সঙ্গে তিন তালাক দিবে না।

৩৬। প্রশ্ন ঃ— কাফের মুরতাদ কাহাকে বলা হয়?

উঃ ঃ— যে মুসলমান নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াসাল্লামার সহিত কথায় ও কর্মে বেয়াদবী করে, কাফের ও মুরতাদ হইয়া যায়। বড়ই অনুতাপের বিষয় এই যে, এই মাসআলা লোকে বুঝিতে ও জানিতে চায় না। ধর্মীয় একটি মাসআলা জানা ও বুঝা এক হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়ার চাইতে উত্তম।

৩৭। যে ব্যক্তি নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াসাল্লামকে 'আমাদের মত মানুষ বলিয়াছে' তাকে কাতল করা ওয়াজিব। রাষ্ট্র প্রধান যদি মুসলমান হয় এবং তাকে কাতল না করে তবে ওয়াজিব তরকের জন্য গুরুতর অপরাধী হইতে হইবে।

৩৮। নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াসালামকে যাহারা নেতা বলিয়াছে নিঃসন্দেহে তাহারা কাফের হইয়াছে। তাহাদের সহিত রাষ্ট্রিয় সম্পর্ক ও ধর্মীয় সম্পর্ক তথা কোন প্রকার সাহায্য করিলে নিঃসন্দেহে কাফের হইবে।

৩৯। ঈমানদার সুন্নী মুসলমান বিশেষ করিয়া আমার মুরীদানের প্রতি কঠোর আদেশ মিলাদ শরীফকে ওজিফা স্বরূপ গ্রহণ কর। মিলাদ শরীফ নিজেরা পড়। দৈনিক একবার মিলাদ শরীফ পড়িলে আল্লাহ রাসুলের ভালবাসা লাভ হইবে। বাড়ীতে আপদ-বিপদ আসিবে না, অগ্নি লাগিবে না, ভূত-প্রেত প্রভৃতি শয়তানের আশ্রিত থাকিবে না। এবং চুরি-ডাকাতি হইবে না। সর্ব প্রকার বালা-মুছিবত হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

৪০। প্রতি বৎসর রবিউল আউয়াল চাঁদে জশ্নে জুলুছ সহ ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করিবে। ইহাতে অলসতা করিবেন না।

৪১। নজদী-ওয়াহাবী দুশ্মনে রাসুল, দুষমনে খোদা বেঈমানে-মুরতাদদের কুমন্ত্রণায় পড়িয়া ঈমান বরবাদ করিবেন না। ওয়াহাবীদের মাদ্রাসায় ছাত্র দেওয়া ও কোন প্রকার সাহায্য দেওয়া হারাম! হারাম!! হারাম!!! আমার লিখিত দীদারে নূরে খোদা কিতাবখানা অতি মনযোগের সহিত পাঠ করিবেন। ইতি—

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল-কাদেরী
রেজভীয়া দরবার, সতরশ্রী